হৃদয় জানালা

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম... হৃদয়ের কথা হৃদয়ে রয়ে গেলেই কি হয়? না। তা কেন? আপনার জন্যে রয়েছে হৃদয় জানালার পাতা। প্রকাশ করুন আপনার সমস্ত আবেগ, ক্ষোভ কিংবা হৃদয় গহীনে লুকিয়ে থাকা অজানা কোন ভালোবাসার কথা...

বেলা যে যায়...

চারদিকে আলো জ্বেলে ভোর হয়েছে সেই কবে। জেগে ছিলাম না তখন। এখন প্রকৃতির মুক্তো ঝরছে। মুখ-হাত ধুয়ে আমি টেবিলে বসলাম। আলো এখনও ভালোভাবে ফোটেনি চারধারে। পুরোটা আকাশ যতটা দেখা যায় আমার চাঁদ না ছোঁয়া জানালা দিয়ে পুরোটা ধোঁয়াটে গাঢ় ধূসর মেঘে ঢাকা। অনুমান করি আকাশের অন্য অংশটাও বুঝি এরকম। তবুও এতটুকু বিষণ্নতার ছাপ নেই কোথাও। কিন্তু তারপরও এমন একটা আধ-ফুটো সকালে ভালোবাসার কথা মনে পড়ে গেল। সে আসেনি। কত বেলা কাটিয়েছি, অবেলায় কান পেতে বসে থেকেছি তার পদশব্দ শুনবার জন্য, কত দুপুর গড়িয়ে গেছে আমি জানালা বসে থেকেছি তাকে দেখবার জন্য, বৃষ্টি হতে চেয়েছি তাকে ছুঁয়ে যাবার জন্য, জোছনা হতে চেয়েছি তাকে ভাসিয়ে নেয়ার জন্য– আরও কত কী! এখনও প্রতিটি সকাল আসে আর মনে হয় আজ বুঝি কেউ এসে বলবে, 'এ্যাই তুমি-ই তো! চলো। নতুবা আমিই বলব 'কী সুন্দর তুমি! এসো...' শেষমেশ কিছুই হয় না। কাজের ভিড়ে কেটে যায় পুরোটা দিন। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত নেমে আসে। গোধূলির লালচে আলো-আঁধারিতে আমি প্রতীক্ষা করি আগামী সকালের, আগামী দিনের...। আগামীর প্রতীক্ষায় কেটে যায় আমার আজকের দিনগুলো। ফররুখ আহমদের মত মনে মনে বলি, 'তবু তুমি আসলে না?'

Prince (SH.P)

আমার কিছু কথা

১৯৯৬ সাল। সদ্য এসএসসি উত্তীর্ণ। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজে। সেই সময়টার অনুভূতি কখনো ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। অন্যরকম আবেগ। অনুভূতিতেই সেই সময়টাতে প্রথম লিখলাম অজানা, অচেনা একজনকে। উদ্দেশ্য পত্রমিতালী। যাকে লিখেছিলাম সেই মিতা সাড়া দিয়েছিলো। একটি-দুটি করে তার সাথে বেশ কয়েকটি চিঠি বিনিময় হলো। বিনিময় হলো পারস্পরিক কিছু কথা, কিছু ভালোলাগা, কিছু প্রত্যাশা। তারপর হঠাৎ এক সময় বন্ধ হয়ে গেলো তার সাথে চিঠি বিনিময়। প্রায় ৮ মাসের মতো ছিল তার সাথে সম্পর্ক। মিতাকে দিয়ে সেই যে শুরু তারপর দিলীপ, টিটো, শানজীদা, লিপ্টা, শাফি, আকাশের সাথে পেন-ফ্রেন্ড সম্পর্ক হয়েছে। এবং প্রথম পেন-ফ্রেন্ডের মতো সবারই সাথে এক সময় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। জানি না এর কারণ কি? আমার কোনো ভুল নাকি পেন-ফ্রেন্ডের সম্পর্কটাই এরকম? কিছু চিঠি, কিছু কথা বিনিময় এবং কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পর্কটা চিঠির পাতা স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষিত? তাহলে কি পেন-ফ্রেন্ডের মাধ্যমে কখনও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না? কি জানি হয়তো বা আমার ক্ষেত্রে তা কখনো হবার নয়। তাই এখন আর কাউকে লিখি না। জানি না আর কাউকে কখনো লিখবো কি না। যদিও বা কখনো আবারও কাউকে লিখি তবে সম্পর্কের সূচনা হবে চিঠির মাধ্যমে কিন্তু সম্পর্কটা থাকবে সরাসরি, চিঠিতে নয়।

কাজী হৃদয়, মিরপুর, ঢাকা

তবুও তোমায়

নিশাতিত ভালোবাসা তোমাকে জানাই হৃদয় নিহিত ভালোবাসার নীল শুভেচ্ছা। জীবন সৈকতে তুমি এক ভালোবাসার নীল কপোত। সারাদিনের ব্যস্ততা আর বন্ধুদের উল্লাসমুখর আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মায়া ছেড়ে তোমাকে পাবো সাদা আর লাল পাড়ের মাঝে। ভোরের প্রথম প্রভাতে, প্রাণোজ্জ্বল উল্লাস আর লাল ঠোঁটের মিষ্টি হাসির মাঝে, বকুলের অবিনাশী ভালোবাসার সুরভিতে। হৃদয়চিত্ত এই বাসনায়ই ছিলো আমার তোমার কাছে। তোমাকেই পেয়েছিলাম তন্দ্রালোকে চঞ্চলা হরিণীর চঞ্চলতায়। সৃষ্টির সুনিপুণ প্রজ্ঞার মাঝে তোমাকেই চেয়েছিলাম অজাচিতভাবে বাস্তবতার কঠিন প্রখরতা ভুলে। তবুও আমার সব ভালোবাসার ছোঁয়ায় তোমাকে খুঁজে নেব বাস্তববিতাড়িত তন্দ্রালোকে। প্রতীক্ষার প্রহর শেষে তুষারিত হয়ে সিক্ত হৃদয় যাতনা সয়ে তোমাকে আমি দিয়ে যাচ্ছি সব ভালোবাসা আমার। প্রতিদানে নাই বা পেলাম তোমায়, তবুও পাবো তোমায় পৃথিবীর সব ভালোলাগার মাঝে, আমার ভালোবাসার ছোট্ট ভুবনে। জীবন বহমান নদীর স্রোতধারার মত। প্রকৃতির চির প্রতিকূলতার মাঝেও যেমন তার সুনীল আবাসস্থল সাগরের বুকে ঠাঁই মিলে, তেমনি আমাদের ভালোবাসা শত প্রতিকূলতার দ্বার ভেঙে না হয় একদিন বিধাতার সেই পরনিবাস স্বর্গীয় আবাসস্থলে স্থান করে নেবে। জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি ভুলেই না হয় প্রতীক্ষার সেই সুন্দর সত্তার নিশাতিত ভালোবাসায়। জীবন স্রোতধারার মাঝেও এমন সব স্মৃতি আছে যা অযাচিত ভালোবাসাকে ভালোবাসি আমি তোমার ভিন্নতাকে, বাহ্যিকতার আড়ালে ছোট্ট সুন্দর হৃদয় সত্তাকে। তাকেই আমি খুঁজে পাব নিঝুম নীরবতার মাঝে, সুগভীর রাতে হাসনার সুরভিতে কিংবা রাত জাগা প্রহরের নীরবতায়। ভালোবাসার নীল কপোতের মাঝে ক্যানভাসের নির্বাক ভাষায়। সুখে থেকো চিরকাল।

কৌশিক, nisatitvalobasha@yahoo.com

পঞ্চগড়ের বনলতা সেন

লাল কামিজ পরা হালকা-পাতলা অপূর্ব সুন্দর মেয়েটি বসেছিলো আমার পাশে। আমাদের বাসটি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে পঞ্চগড়ের দিকে। খোলা জানালার চঞ্চল বাতাসে ওর চুলগুলো বার বার দোল খায় আমার কপালে। বেশ ভালোই লাগছিলো। তাই হারিয়ে ফেলি নিজ অস্তিত্ব ঐ কাজল কালো চুলে। চলন্ত পথে সামান্য সংলাপ হয় আমাদের মাঝে। ও দিনাজপুর শহরের কোনো এক কলেজের ছাত্রী আর আমি যাচ্ছি বেড়াতে রওশনপুর কাজি এন্ড কাজি চা-বাগানে। অবশেষে বাস যখন থামলো পঞ্চগড়ে আমরা বিদায় হলাম কিন্তু পরস্পরের নাম জানা হয়নি। তাই ওর নাম দিলাম 'বনলতা সেন'। এই বনলতা সেন দেয়নি আমায় দু'দন্ড শান্তি, কারণ গত কয়দিন আমি ঘুমাতে পারিনি। সেই চুল, সেই চোখ ক্ষণে ক্ষণে উদাস করে। আমি ভুলতে পারি না। পঞ্চগড়ের কেউ কি বলে দেবেন ওকে আমার কথা? অনন্তকাল প্রতীক্ষায় থাকবো ওর জন্য।

আনু রহমান, আজমেরী রুম ৫৫
২৭৮ ফকিরাপুল, ঢাকা

চিরকুট

শূন্য হৃদয়ের আহ্বান

বাল্যকালের স্বপ্ন আজ সত্যি হয়েছে। হ্যাঁ প্রবাস জীবনের কথা বলছি। ভাগ্যক্রমে উচ্চশিক্ষা শেষ করে গত '৯৭ থেকে প্রবাস জীবন যাপন করছি। সবকিছু ভালো খুবই ভালো। চাকরির সুবাদে ঘুরেছি ইউরোপসহ এশিয়ার অনেক দেশ। দেখেছি অসংখ্য নর-নারী, পেয়েছি বহু কিছু। কিন্তু না, পাইনি 'ভালোবাসা' যা পদার্থ কি অপদার্থ তা জানার সৌভাগ্য হয়নি। তাই শূন্য এই হৃদয় জানালায় আজ পর্দার দরকার। যশোর শহরের শিক্ষিতা কমপক্ষে স্নাতক পাস সুন্দর মন-মানসিকতার মেয়েরা লিখতে পারেন। হয়তো বেঁধে নেবো হৃদয়ের জানালাতে, সাথি হবেন প্রবাসীর।

Rahaman, 320, Seran Goon Road # 04-12, Seran Goon Plaza, Singa pore 218108, e-mail, mizanur35 @ hot mail.com

শুধুই বন্ধুত্ব

আমি রাবিতে ২য় বর্ষে পড়ি। আমার তেমন কোনো বান্ধবী নেই। একজনকে বুঝতে, জানতে চাই। যিনি হবেন আমার খুব ভালো বন্ধু। আমি কথা দিচ্ছি আপনার সাথে বন্ধুত্ব হলে তা হবে নির্মল বন্ধুত্ব। কে হবেন আমার সে বান্ধবী? যদি কেউ হতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই সুন্দরী নয় সুন্দর মনের হতে হবে, পারিবারিকভাবে ফ্রি থাকতে হবে। যদি কেউ অগ্রহী হন তাহলে লিখুন।

আমিন, ২৬২ শহীদ শামসুজ্জোহা হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

পেতে চাই ফুলের সৌরভ

নেশার পেশা সাংবাদিকতা ছেড়ে এখন মনটা নিয়ে জবুথবু। পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে সুন্দর মনে বিষাক্ত ধোঁয়া রেখাপাত করতে পারেনি। 'ভায়াগ্রা'র উন্মাদ বিস্ফোরণে সুন্দর মনে নীল ভায়াগ্রার নীল স্বপ্ন...!
শিক্ষিত, মার্জিত স্বভাব ওটাও তো ওখানেই ভুলণ্ঠিত।
তারপরও নিজেকে...।
লিখুন, ভায়াগ্রা'র নীল স্বপ্ন উবে যেতে কতক্ষণ।

মারুফ সেজান, কাজীবাধা, মাটিপাড়া রাজবাড়ী-৭৭০০

দোস্তী কারোগে

সবুজে ঘেরা ক্যাম্পাস থেকে পাস করেছি। বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে হাঁপিয়ে উঠেছি, তারা নিজেদের নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। তাই নিজের একান্ত কথা বলার মত বন্ধু চাইছি। পংকজ উদাসের গজলের সুরে সুর মিলিয়ে–
'তুম মুঝছে দোস্তী কারোগে'?

জীবন, প্রযত্নে : উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), পোস্ট : রামপাল, জেলা : বাগেরহাট

তোমাকে খুঁজি

যদি কোনো প্রকৃতই সুন্দর মনের বন্ধুর হৃদয়ের স্থান খালি থাকে বান্ধবীর আশায় লিখতে পারেন। কারণ পৃথিবীতে প্রেম ভালোবাসা আর বন্ধুত্ব যা-ই বলি না কেন, বিশ্বাসের মাঝেই মানুষ খুঁজে পায় প্রকৃত প্রেম ভালোবাসা আর বন্ধুত্ব। আর তাই তো সুন্দর একটা বিশ্বাসের প্রত্যয়ে লিখলাম হৃদয় জানালায় নিজের সব কিছু শেয়ার করতে অন্যের সাথে। কোনো প্রকৃতই সুন্দর মনের বন্ধুর হৃদয় স্থান খালি থাকলে সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে পূর্ণ ঠিকানা দিয়ে লিখুন।

ধিয়া, বরিশাল

একাকিত্বের সঠিক

অনেকদিন কেটে গেছে একা একা, এখন আর একাকিত্বের ভার বহন করতে পারছি না। কেউ কি আছেন আমার একাকিত্ব সময়ের সঙ্গী হবেন? তাহলে আমার কাছে লিখুন, আপনাকে নিয়ে গড়ে তুলি নতুন পৃথিবী– যেখানে থাকবে না একাকিত্ব, থাকবে শুধু ভালোবাসা।

আকরাম হোসেন, প্রযত্নে : ইউসুফ সওদাগর (দোকান), জলিল রেল স্টেশন পো : ভাটিয়ারী, থানা: সীতাকুন্ড চট্টগ্রাম

বন্ধু চাই

সাপ্তাহিক ২০০০ নিয়মিত পড়ি। ছাত্র-জীবন প্রায় শেষ। আমার শৈশব-স্বপ্ন ইউরোপ-এর কোনো একটা দেশে যাব। তাই জীবন সঙ্গী হিসেবে ইউরোপে বসবাসরত কোনো একজনকে খুঁজছি। অথবা ইউরোপে বসবাসরত কোনো ফ্যামিলির একজনকে খুজঁছি। কেউ কি আছেন তাহলে আসুন পরিচয় পর্বটা শেষ করি জানাশোনার মাধ্যমে। পত্রালাপে বিস্তারিত হবে।

Ridoy, C/o Kamal Hossain Vill : Dewaniabari, P.O : Kazir Shimla Mymensingh-2200, Bangladesh

বন্ধুত্ব

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি বন্ধুহীন অসাড় জীবন আমরা কেউ কাটাচ্ছি না। কিন্তু পত্রের মাধ্যমে অন্যকে কাউকে জানার ব্যাকুলতার মধ্যে নিশ্চয়ই এক অন্যরকম উদ্দীপনা আছে। কোনো শর্ত আরোপ করছি না। বিশ্বাস করি 'শর্তহীনতা' বন্ধুত্বের প্রথম শর্ত। নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন অর্থে 'আধুনিক' সুস্থ মান অপমান বোধ সম্পন্ন মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। লিখুন যারা অনেক কষ্ট করে জীবনকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছেন এবং ভন্ডামি পছন্দ করেন না।

বেলায়েত, ৭১, বসুপাড়া লেন, খুলনা m belayet@ hotmail. com

চাইছি বন্ধু

ভালো লাগে সুকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং নির্মলেন্দু গুণ-এর কবিতা। প্রিয় শখ গ্লাডিয়েটর, টাইটানিক-এর মতো বিখ্যাত ইংরেজি Movie দেখা। মন খারাপ হয়ে যায় যেদিন রাতে আকাশ ভরা তারার মধ্য থেকে কালপুরুষ ও অন্যান্য নক্ষত্রকে আবিষ্কার করতে না পারি। আর মন ভালো হয়ে যায় চঞ্চলা হরিণী উর্বশী প্রজাপতি সুন্দরী মেয়ের হাসি দেখে। আমি পাবনা অ্যাডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের একজন ছাত্র।

মিজান, প্রযত্নে : সাঈদ হোসেন দিলালপুর, চারতলা, পো : পাবনা, জেলা : পাবনা-৬৬০০, বাংলাদেশ